আমাদের সময়

তারিখ 22 FEB 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার

সরকারি উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন

বায়ান্নর মহান ভাষা আন্দোলন জাতীয় জীবনে অপরিসীম শ্রদ্ধা ও আবেগের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত। বীরের রক্ত, মায়ের অশ্রু, দেশবাসীর ভালোবাসা, চৈতন্য সংগ্রামশীলতা আর কষ্ট স্বীকার করে দিনটাকে গড়ে তুলেছে। বিনিময়ে এই দিনের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি ভবিষ্যৎ চলার পথের ইঙ্গিত আর একত্রিত হওয়ার টান। বাংলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা, রাষ্ট্রভাষা। বাঙালির ভাষা আন্দোলনের শারক ফেব্রুয়ারি মাস। ১৯৫২ সালে ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে গিয়ে এ মাসে রক্ত দিয়েছিলেন ভাষা শহীদরা। ২১ ফেব্রুয়ারির এ রক্তদান বৃথা যায়নি, পরাধীন দেশে ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেও এ আন্দোলন কালান্তরে ধাবমান। বাঙালি জাতির ইতিহাস পরবর্তী কালপর্বকে নিয়ন্ত্রণ করেছে ভাষা আন্দোলন। যা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বেগবান করেছিল। ভাষা-চেতনা মূর্ত করে তুলেছিল স্বাধীনতার দাবিতে। আর বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ভাষা আন্দোলনের চেতনার নবযাত্রা শুরু হয়েছিল। ক্রমেই ভাষা-চেতনা নবপত্রে পল্লবিত হয়েছে। এ মাসে ফুলে ফুলে ভরে ওঠে আমাদের শহীদ মিনারগুলো। ভাষা শহীদদের প্রতি শোক শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় মাসব্যাপী স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে মহিমান্বিত সেই আন্দোলনকে স্মরণ করে বাঙালি জাতি। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা, রাষ্ট্রভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠার ৬১ বছর পেরিয়ে এসেও এখনো আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় শহীদদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। গতকাল আমাদের সময়ে প্রকাশিত হয়েছে এ ধরনের একটি প্রতিবেদন। যা আমাদের কাছে উদ্বেগের বলে মনে হয়েছে।

অনস্বীকার্য, আজকের শিশুই আগামী দিনের জাতির পরিচালক। সুতরাং মেধা-মনন এবং প্রকৃত ইতিহাস শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের আগামী প্রজন্মকে গড়ে তুলতে হবে। যারা ভবিষ্যতে দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব দেবে তাদের শিক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করাটাই সঙ্গত। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নওগাঁর ধামইরহাট, জয়পুরহাটের কালাই, বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ ও পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার নেই। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা কাগজ, বাঁশ, পাটকাঠি কিংবা কলাগাছ দিয়ে শহীদ মিনার স্থাপন করে একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাতে ফুলেল শ্রদ্ধা জানায়। এতে তৃণমূল পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোমলমতি শিশু ও তরুণ শিক্ষার্থীরা ভাষা আন্দোলনের প্রকৃত ইতিহাস জ্ঞান থেকে অনেক পিছিয়ে পড়ছে। ভাষা দিবসে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোরও বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেই এসব প্রতিষ্ঠানে। আমরা মনে করি, এটা শুধু ওই কয়েকটি উপজেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। খোঁজ নিলে জানা যাবে, দেশের তৃণমূল পর্যায়ের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা একই। অথচ এমনটি কারো কাম্য হতে পারে না।

আমরা জানি, তৃণমূল পর্যায়ের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি উদ্যোগে শহীদ মিনার স্থাপনের জন্য কয়েক বছর আগে দেশের বুদ্ধিজীবী কবি-সাহিত্যিকরা শিক্ষামন্ত্রী সমীপে স্মারকলিপিও দিয়েছিলেন। কিন্তু সরকারিভাবে এতদিনেও কেন এ ব্যাপারে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি তা আমাদের বোধগম্য নয়। দেশের নতুন প্রজন্মকে সঠিকভাবে ভাষা দিবসের তাৎপর্য জানাতে ও উপলব্ধি করতে মাদ্রাসাসহ দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। ভাষা শহীদ দিবস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতি পেয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে পালিত হচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরে স্থাপিত হয়েছে শহীদ মিনার। কিন্তু লজ্জাজনক, আমরা এখনো এ ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে রয়েছি।

আমরা মনে করি, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ভাষা দিবসের গুরুত্ব ও যথার্থতা জানাতে দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার স্থাপনের সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি।

> দেশের নতুন প্রজন্মকে সঠিকভাবে ভাষা দিবসের তাৎপর্য জানাতে ও উপলব্ধি করতে মাদ্রাসাসহ দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করার সুযোগ নেই।